জরিপের তথ্য সংগ্রহ করা হয়। জরিপে ব্যবহার করা হয় দৈবচয়িত নমুনায়ন পদ্ধতি। দেশের মোট ২১ টি জেলার ২৭টি থানার ৫৩টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৬৩৬ জন মেধাবী ছাত্রছাত্রী ও ৫৩ জন প্রধান শিক্ষকের মতামতের ভিত্তিতে জরিপ চালানো হয়।

জরিপে দেখা গেছে, শতকরা ৭৫ ভাগ ছাত্রছাত্রী বলেছে দোকানে বই পাওয়া যাচ্ছে না তাই তারা বই কিনতে পারছে না। অন্যদিকে ১৬ ভাগ ছাত্রছাত্রী বলেছে, বইয়ের দাম বেশি হওয়ায় বই কেনা হয়নি। প্রতিবেদনে দেখা যায় ৪৯ ভাগ ছাত্রছাত্রী বলেছে, বাজারে নির্ধারিত বোর্ড বই কেনার সময় তাদেরকে নোট বই কিনতে বাধ্য করা হয়েছে। জরিপে দেখা গেছে, প্রতি ছাত্রছাত্রীর কাছ থেকে গড়ে বই প্রতি ৬ টাকা বেশি আদায় করা হয়েছে। কারো কারো কাছে বই প্রতি ২০ টাকারও বেশি আদায় করা হয়েছে।

অন্যদিকে প্রধান শিক্ষকদের ওপর পরিচালিত জরিপে দেখা যায় ৩৮ ভাগই বলেছেন, নতুন বইয়ে তথ্যগত ও বানান উভয় ধরনের ভুল আছে। ৬৮ ভাগ প্রধান শিক্ষক বলেছেন, নতুন বইয়ের অভাবে সময় মতো পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব নয়। জরিপে দেখা যায় ৬০ ভাগ প্রধান শিক্ষক এবং ৯২ ভাগ ছাত্রছাত্রীই বলেছে নতুন বইয়ের অভাবে তাদের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে।

প্রতিবেদনের শেষ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে বোর্ডে নতুন বইয়ের পরিবর্তন সম্পর্কে। এতে বলা হয়েছে ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত মোট ৪৩ টি বইয়ের মধ্যে ২৪টি বইয়েরই মলাট ছাড়া কোনো কিছুই পরিবর্তন করা হয়নি।

পরিবর্তন না হওয়া বইগুলো হলো ষষ্ঠ শ্রেণীর গণিত, বিজ্ঞান, ইসলাম ধর্ম ও কৃষিবিজ্ঞান, সপ্তম শ্রেণীর ইংরেজি, গণিত, সমাজ ও কৃষিবিজ্ঞান, অষ্টম শ্রেণীর ইংরেজি, গণিত, সমাজ ও কৃষি শিক্ষা এবং নবম শ্রেণীর গণিত, জ্যামিতি, রসায়ন, জীববিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, উচ্চতর বীজগণিত, উচ্চতর জ্যামিতি, কৃষিশিক্ষা, পৌরনীতি, অর্থনীতি, ব্যবসায় উদ্যোগ ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি।

রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে টিআইবি'র সংবাদ সম্মেলন

পাঠ্যবই সমস্যা সম্পর্কে এই রিপোর্ট কার্ড জরিপে উপদেষ্টা ছিলেন প্রফেসর খান সারওয়ার মুরশিদ, প্রফেসর মোজাফফর আহমদ ও মনজুর হাসান, গবেষণা টিমের নেতৃত্ব দিয়েছেন সাইদুর রহমান মোল্লা। সহযোগীতায় ছিলেন একরাম হোসেন, এম আনোয়ারুল আমিন, মোঃ আবদুল আলীম, মোহাম্মদ ইমাম উদ্দিন, সমাপিকা হালদার, তাসলিমা আক্তার, মোঃ রেজাউল হক, মোঃ শাখাওয়াত হোসেন, কাজী তারিক-উল-আলম প্রমুখ।

১০ লক্ষাধিক টাকা আত্মসাৎ
৩ পিডিবি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুর্নীতি মামলা

অতিরিক্ত পরিবহন খরচ দেখিয়ে ১০ লক্ষাধিক টাকা আত্মসাতের অভিযোগে দুর্নীতি দমন ব্যুরো এবছরের ৩১ জানুয়ারী চট্টগ্রামের ডবলমুরিং থানায় পিডিবির ৩ জন কর্মকর্তা সহ ৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে। সর্বোচ্চ ৪ লাখ টাকা পরিবহনের ক্ষেত্রে ১৪ লাখ ৪৮ হাজার টাকার কার্যাদেশ প্রদানের জন্য এই মামলা করা হয়। অভিযুক্তরা হচ্ছেন পিডিবির চট্টগ্রামের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী কাজী বশির উদ্দিন আহম্মেদ, পিডিবির পরিচালক কাজি হুমায়ুন রেজা, অতিরিক্ত পরিচালক আবুল হোসাইন এবং পরিবহন সংস্থা লাকী ইন্টারন্যাশনালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শাহজাহান সাইদ।

সূত্র : ভোরের কাগজ ১ ফেব্রুয়ারী ২০০১

ঘাটে ঘাটে চাঁদাবাজি

ঘাটে ঘাটে বিভিন্ন ধরনের চাঁদাবাজির কারণে দ্রব্যমূল্য বেড়ে যায় কয়েকগুন। পন্য পরিবহনে চাঁদা দিতে হয় কয়েক জায়গায়, যেমন- পরিবহন মালিক সমিতির চাঁদা, রাজনৈতিক চাঁদা, এবং পুলিশের চাঁদা। সম্প্রতি অন্যান্য চাঁদা কমলেও পুলিশের চাঁদাবাজি অব্যাহত রয়েছে। উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী ঢাকায় পরিবহনে আনয়নের ক্ষেত্রে প্রতি পয়েন্টে পুলিশকে দেড় থেকে দুহাজার টাকা চাঁদা দিতে হয়। আর চাঁদা না দিলে মিথ্যা মামলা সহ বিভিন্ন প্রকার হয়রানির শিকার হতে হয়।

সূত্র : দৈনিক মানবজমিন, ১১ ফেব্রুয়ারী ২০০১

সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আবুল বারকাত এ তথ্য প্রদান করেন।

গম-চাল হরিলুট

কুড়িগ্রাম জেলায় গ্রামীণ অবকাঠামোর রক্ষণাবেক্ষন (টিআর) এবং গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) কর্মসুচির গম চাল নিয়ে হরিলুট চলছে। অধিকাংশ টিআর প্রকল্পের কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বরাদ্দকৃত সমুদয় খাদ্য শস্য ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করে টাকা ভাগাভাগি করে নিয়েছে সংশ্লিষ্টরা। চলতি মৌসুমে জেলায় টিআর খাতে ৫৮১ টি প্রকল্পের বিপরীতে ৯৫৫ মেট্রিক টন খাদ্য শস্য এবং কাবিখা খাতে ১৭২টি প্রকল্পের বিপরীতে ১,৯৯৯ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বরাদ্দ করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে অর্ধেক চাল, অর্ধেক গম, সরেজমিনে পরিদর্শনে টিআর প্রকল্পের কোন চিহ্নই খুঁজে পাওয়া যায়নি। অথচ বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য উত্তোলন করা হয়েছে।

সূত্র : দৈনিক জনকণ্ঠ, ৮ ফেব্রুয়ারী ২০০১

দুর্নীতিবাজদের ছবি

সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে ১৪ জন দুর্নীতিপরায়ন সরকারী কর্মকর্তার নাম ও ছবি কয়েকটি পত্র পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে। আপাতদৃষ্টে ওই দেশে দুর্নীতি দমনের লক্ষ্যেই এই ব্যবস্থা।

সূত্র : দৈনিক প্রথম আলো, ১৮ ফেব্রুয়ারী ২০০১

থানায় থানায় ক্যাশিয়ার

রাজধানীতে পুলিশের চাঁদাবাজির জন্য থানায় থানায় অলিখিত ক্যাশিয়ার পদ রয়েছে। কোন কোন থানায় এই পদটি নিলামেও উঠে। যেসব আবাসিক হোটেলে দেহ ব্যবসা চলে ক্যাশিয়াররা সে সব হোটেল হতে নিয়মিত চাঁদা আদায় করে। যখনই চাঁদা নিয়ে বিরোধ দেখা দেয় তখনই পুলিশ অভিযান চালায়। একই চিত্র ফেনসিডিল সহ অন্যান্য মাদক দ্রব্য বিক্রয়কারীদের বেলায়ও। চাঁদার টাকা ক্যাশিয়ারের মাধ্যমে ভাগ-বাটোয়ারা হয়ে বিভিন্ন পদ মর্যাদার পুলিশ কর্মকর্তাদের পকেটে যায়। সম্প্রতি রাজধানীর একটি ক্যাশিয়ার পদে কনস্টেবল নিয়োগে